দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 MAR 1993
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৭

প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো সংকটাবর্তে

জিরতলী বিদ্যালয় সমস্যা-সংকটে জর্জরিত

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী), ৭ মার্চ (সংবাদদাতা)।- বেগমগঞ্জের ১৬ নং জিরতলী ইউনিয়নে অবস্থিত সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি বর্তমানে নানা সমস্যা-সংকটে জর্জরিত। ফলে বিদ্যালয়ের আট শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর লেখাপড়া দারুণভাবে ব্যহত হচ্ছে। উল্লেখ্য যে, ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠিত উক্ত বিদ্যালয়ে স্থান ও আসবাবপত্রের দারুণ অভাব ছাড়াও শিক্ষকদের অফিস রুম, টিউবওয়েল ও পায়খানা নেই। ভগ্নপ্রায় বিদ্যালয় ভবনটি যে কোনো মুহূর্তে ধসে পড়তে পারে।

আকলম প্রাথমিক বিদ্যালয়টি জরাজীর্ণ

পিরোজপুর জেলার নেছারাবাদ থানার আকলম গ্রামে অবস্থিত প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনটি প্রায় ৬০ বছর পূর্বে নির্মিত। গত ৭ বছর যাবত উক্ত বিদ্যালয় ভবনটি ব্যবহারের অনপযোগী হয়ে পড়েছে। এর ছাদ, দেয়ালের প্লাষ্টার এবং মেঝে সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। বর্ষাকাল আসা মাত্র শ্রেণীকক্ষগুলো একহাঁটু পানিতে ডুবে যায়। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার ফলে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছেই। বর্তমানে এখানে ৬০০ ছাত্র ছাত্রী লেখাপড়া করছে। সেজন্যে উক্ত বিদ্যালয় ভবনটি পুনঃ নির্মাণ করা জরুরী হয়ে পড়েছে। -প্রেস বিজ্ঞপ্তি।

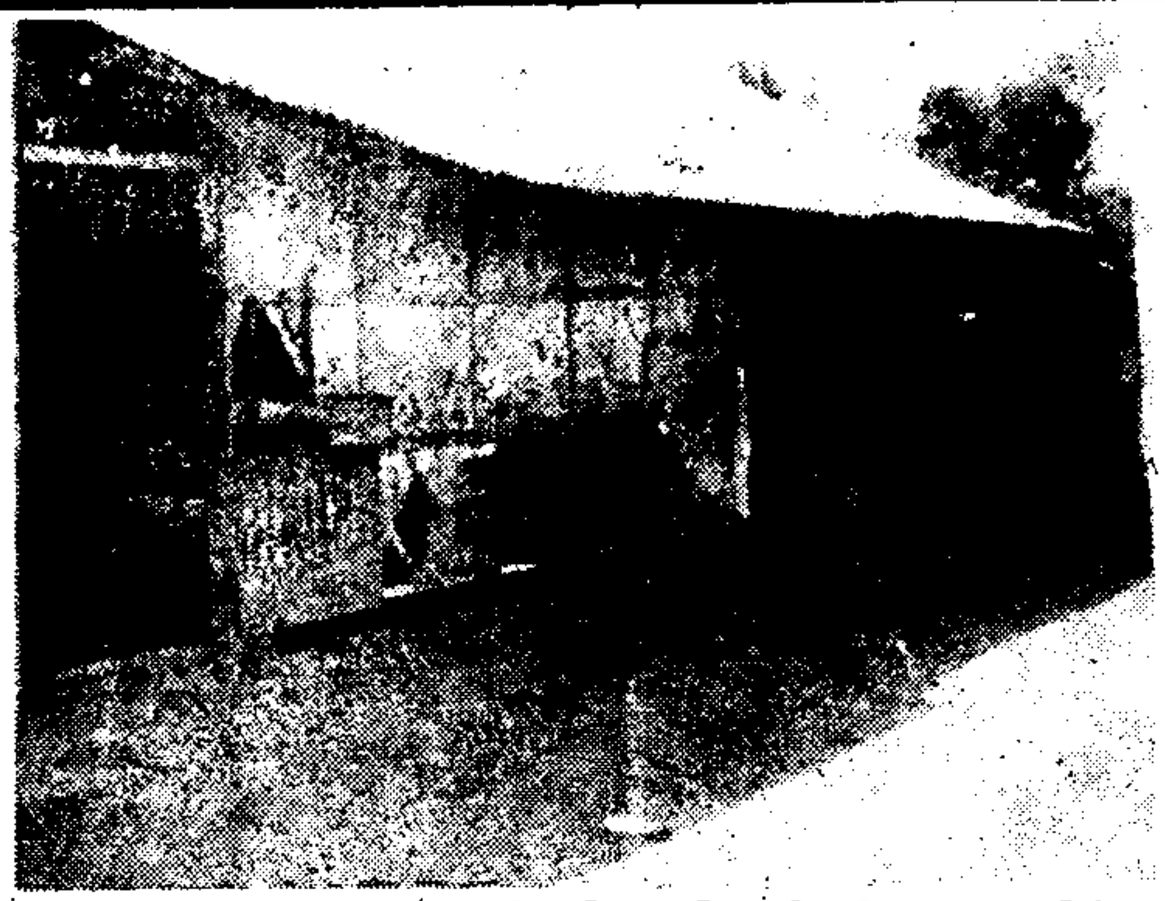

বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী) : বেগমগঞ্জের জিরতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জরাজীর্ণ ভবনের দৃশ্য -ইনকিলাব

কানকিরহাট প্রাথমিক বিদ্যালয় নামে মাত্র সরকারী ঃ সংস্কারের নাম নেই

সেনবাগ (নোয়াখালী), ৭ মার্চ (সংবাদদাতা)।- সরকার দেশের শিক্ষাখাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিলেও কানকিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টির ভাগ্যে দীর্ঘ ৪২ বছরেও উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি। থানা হেড কোয়ার্টার থেকে ১০ কিলোমিটার উত্তরে ব্যস্ততম ব্যবসা কেন্দ্র কানকিরহাটে ১৯৫০ সালে প্রথমে মাইনর স্কুল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ও পরবর্তীতে ১৯৫৮ সালে প্রাইমারীতে বিভক্ত করা হয়। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই স্কুলটি অভিজ্ঞ শিক্ষকমন্ডলী নিরলস প্রচেষ্টায় প্রতি বছর সন্তোষজনক ফলাফল করে এলাকার শিশুদের মাঝে শিক্ষার আলো জ্বালিয়ে আসছে। ফলে ক্রমবর্ধমান হারে বিদ্যালয়টিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে অথচ সেই তুলনায় শিক্ষক, শ্রেণী কক্ষ, আসবাবপত্র ও প্রয়োজনীয় শিক্ষা সরঞ্জামের অভাব রয়েছে বহুদিন থেকে। সেই সাথে শিক্ষক-শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য কোন শৌচাগার ও খাবার পানির ব্যবস্থা নেই। বর্তমানে স্কুলটিতে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা ১৪৫০ জন। সরকারী বিধি মোতাবেক প্রতি ৪০ জন শিশুর জন্য ১ জন করে শিক্ষক নির্ধারিত থাকার বিধান থাকলেও এই স্কুলের দেড়হাজার শিক্ষার্থীর জন্য মাত্র ৮ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছে। অপরদিকে বিদ্যালয়ের মাত্র ২২ শতাংশ নিজস্ব সম্পত্তির ৮শতাংশের মধ্যে ১৩০ ফুট দৈর্ঘ্য আধা-পাকা স্কুল গৃহের অফিস রুমসহ মোট ১৯টি ছোট খাট কক্ষ রয়েছে। যাতে দেড় হাজার ছাত্র-ছাত্রীর অর্ধেকের মাত্র স্থান সংকুলান হচ্ছে। বাদবাকীদের নানা প্রতিকূলতার মধ্যে খোলা আকাশের নিচে ক্লাশ করতে হয়।

কানকিরহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সেনবাগ থানার মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখছে। এই স্কুলটির আশু সংস্কারও অবিলম্বে দ্বি-তল ভবন নির্মাণের ব্যাপারে এলাকাবাসী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন।

এ দুর্মূল্যের দিনে শিক্ষকদের মানবেতর জীবন

ঝিনাইদহে ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান বঞ্চিত

ঝিনাইদহ, ৭ মার্চ (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- একাডেমিক স্বীকৃতি থাকা সত্ত্বেও ঝিনাইদহ জেলার মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসাসহ ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী অনুদান থেকে বঞ্চিত রয়েছে।

এক অভিযোগে বলা হয়েছে, ১৯৮৭ ও ৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত জেলার ১৫টি মাধ্যমিক ও নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, ১০টি মাদ্রাসা ও একটি কলেজ যথাসময়ে সরকারী একাডেমিক স্বীকৃতি লাভ করলেও অজ্ঞাত কারণে তারা সরকারী অনুদান পাচ্ছে না। ফলে সংশ্লিষ্ট প্রায় ২শ ৫০ জন শিক্ষক এ দুর্মূল্যের বাজারে আর্থিক অনটনে মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বর্তমানে এসব মাদ্রসা, বিদ্যালয় ও কলেজে প্রায় ৫ হাজার ছাত্র-ছাত্রী অধ্যয়নরত। এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ঝিনাইদহ সদরের নারিকেলবাড়িয়া কলেজ, মথুরাপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সুরাট নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, শৈলকুপা থানার গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বিএলকে নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কালিগঞ্জ থানার বারোবাজার চম্পাবতী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বাকেরগাছি নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, কোটচাদপুর থানার শেখ মোজাফফর আলী নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয়, তালমার কাজী লুৎফর রহমান মাধ্যমিক বিদ্যালয়, গুড়পাড়া দাখিল মাদ্রাসা, মহেশপুর থানার বিদ্যাধরপুর নিম্নমাধ্যমিক বিদ্যালয় উল্লেখযোগ্য।

উল্লেখ্য, সরকারী অনুদান প্রাপ্তির জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে উক্ত ২৬টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও কর্মচারীরা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেছেন।